সংবাদ

তারিখ 24 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আকস্মিক পরিদর্শনে শিক্ষা সচিব

'ভার্সিটি নয় যেন খুপরি দোকান'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'ভার্সিটি নয় যেন পুরান ঢাকার খুপরি দোকান। হতাশাজনক চিত্র। কম্পিউটার সাইন্সে অনার্স ক্লাসের অবস্থা দেখে মনে হলো, গ্রামের যেকোনও স্কুলও এর চেয়ে ভালো।'

দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে গতকাল শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান এ মন্তব্য করেন। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো- রাজধানীর পান্থপথের দোকান ও বাসাবাড়ির মধ্যে অবস্থিত অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। সচিব গতকাল দুপুরে আকস্মিক পরিদর্শনে যান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ দীর্ঘদিনের, কিন্তু এই প্রথম শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কেউ (শিক্ষা সচিব) বিশ্ববিদ্যালয় আকস্মিক পরিদর্শনে গেলেন।

শিক্ষা সচিব প্রথমে ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখতে পান কম্পিউটার ল্যাবে কোনও সচল কম্পিউটার নেই। মুরগির খোপের মতো ক্লাসরুম। নেই প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিল। রুটিনে সবার ক্লাস থাকলেও মাত্র একটি কক্ষে শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে। এসব বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমআর খান শিক্ষা সচিবের কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারেননি। কম্পিউটার বিভাগের এক হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র পাঁচজন শিক্ষকের নাম খাতায় থাকলেও উপস্থিত পাওয়া গেছে মাত্র একজন। কোনও সিনিয়র শিক্ষক নেই।

সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এমআর খানের কক্ষে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাল দশা তুলে ধরলে ভিসি জানান, অচিরেই এগুলো ঠিক করা হবে। এ সময় সচিব বলেন, মাধ্যমিক স্কুলেও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষাদান হয়, অথচ ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষা সচিব সাংবাদিকদের বলেন, 'শিক্ষার্থীরা কী শিখছে তা সহজেই অনুমেয়। আমরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপকরণ, অবকাঠামো, ল্যাবরেটরির দ্রুত উন্নতি চাই। নইলে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।'

এ সময় পরিদর্শন টিমে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসির) উপ-পরিচালক জেসমিন পারভিন বলেন, কুমিল্লায় স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য জায়গা কিনেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। ফলে আগামী সেপ্টেম্বরের পর আর ঢাকা ক্যাম্পাসে পরিচালনা সুযোগ পাবে না বিশ্ববিদ্যালয়টি।

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা সচিব কম্পিউটার ক্লাসে গিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন করলে কেউই কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হতাশার কথা জানান নজরুল ইসলাম খানকে। বললেন তারা আতঙ্কে আছেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় কিনা। এই বিশ্ববিদ্যালয়েও শ্রেণীকক্ষের একই অবস্থা। আবাসিক ভবনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দীনের স্ত্রী।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, আবারও তিনি এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাবেন। প্রেসার (চাপ) দিয়ে দিন দিন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ভালো করানোই সরকারের লক্ষ্য। হঠাৎ কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করলে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়বেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে সঠিক পথে আনাই সরকারের কাজ।

সচিব পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্লোরে গিয়ে দেখতে পান বদ্ধ ক্লাসরুম। কোন আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ নেই। কোন কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি। ফার্মেসি ও টেক্সটাইল বিভাগের ল্যাব দেখাতে পারেনি কর্মচারীরা।

এক শিক্ষার্থী সচিবকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিরপুর শাখায়ও সার্টিফিকেট বিক্রি হতো। এটি এখন বন্ধ রয়েছে।